সংবাদ।

476

তারিখ ৩০শে ৩১।১২।৮৩
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

পুস্তক ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে পাঠ্যবই বিক্রয়ের দাবী

ফরাশগঞ্জ লালকুঠিতে গত শনিবার বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগত এক হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। মফস্বল হতে আগত বিভিন্ন বক্তা ডাকঘরের মাধ্যমে স্কুল পাঠ্যবই বিক্রি করার তীব্র নিন্দা করেন। সম্মেলনে স্কুল পাঠ্যবই পুস্তক বিক্রেতাদের মারফত বিক্রি করার জোর আবেদন জানানো হয়। বক্তারা বলেন, ডাকঘরের মাধ্যমে বোর্ডের বই বিক্রি করার ফলে শত শত পুস্তক বিক্রেতা এবং তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাজার হাজার কর্মচারীর রুটি-রুজির পথ বন্ধ করা হয়েছে।

তাঁরা বলেন, ছোট বড় ১০/১২ হাজার পুস্তক বিক্রেতা এবং তাদের উপর নির্ভরশীল কর্মচারী এবং পরিবার পরিজন সহ প্রায় ৫লক্ষ লোক অনাহারের সম্মুখীন হয়েছে। সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয় যে স্কুল পাঠ্যপুস্তকের উন্নতমানের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করে পুস্তক ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিক্রির প্রতিশ্রুতিতে টেক্সটবুক বোর্ড গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরে নীতিমালার আদর্শ ভংগ করে প্রকৃত পুস্তক ব্যবসায়ীদের স্বার্থ নির্মমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। বোর্ড নিজেই একতরফাভাবে স্কুল পাঠ্যবই প্রকাশনা ও বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে পাঠ্যবই সরবরাহে দারুণ সংকটের সৃষ্টি হয়। প্রস্তাবে বলা হয় বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি প্রকাশনাকে শিল্প হিসাবে স্বীকৃতিদান এবং সহজ শর্তে ছোট ছোট পুস্তক ব্যবসায়ীদের ব্যাংক থেকে ঋণ দান করার দাবী জানানো হয়।

সর্বশেষ নির্বাচন পর্বে সংসদ সদস্য জনাব জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল সভাপতি, জনাব এস,এম, হাবিবুল্লাহ সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি—(১) জনাব মহিউদ্দিন আহম্মেদ, (২) জনাব এবাদত আলী ভূয়া (৩) জনাব অধ্যাপক তাবিবুর রহমান, (৪) জনাব আবু মুসা চৌধুরী, জনাব সেরাজুল হক সাধারণ সম্পাদক, জনাব কাজী মোশাররফ হোসেনকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৮ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন হয়। খবর প্রেস বিজ্ঞ-